উপমহাদেশে খেলাফত আন্দোলন

সংকট ও সম্ভাবনার ইতিহাস

আখতার ইমাম আদেল
মাওলানা জাহিদ ইকবাল

সংকলন ও অনুবাদ
সাদিক ফারহান

গাইডলাইন
পাবলিকেশন

সূচিপত্র

খেলাফতে ইসলামিয়া ইতিহাস ও শরিয়তি দৃষ্টিকোণ ২৩
ফকিহদের দৃষ্টিতে খলিফার পরিচিতি ২৪
নবুওয়াতের উত্তরাধিকার ২৪
খেলাফত ও আমাদের জীবনব্যবস্থা ২৫
মরু আরবে নবুওয়াতি বিপ্লব ২৭
ইসলামী রাষ্ট্রের সূচনা ২৮
ইসলামী শাসনের শক্তি ও বিস্তৃতি ৩০
খেলাফতে রাশেদা ৩২
সিদ্দিকে আকবরের খেলাফত ৩২
ফারুকে আজমের খেলাফত ৩৩
ইসলামী শাসনের বরকত ৩৩
ইসলামের আধিপত্য ও গৌরবময় বিজয় ৩৪
উমাইয়া খেলাফত ৩৬
আব্বাসি খেলাফত ৩৬
আন্দালুসের সালতানাত ৩৭
খেলাফতে উসমানিয়া ৩৮
অবক্ষয় ও পতন ৩৯
ইসলামী খেলাফতের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ৪১
হিন্দুস্তান: খেলাফতে রাশিদা থেকে উসমানিয়া পর্যন্ত ৪২
গজনভী আমল ৪৩
ঘুরি শাসন ৪৪
তুঘলক যুগ ৪৫
খিলজি শাসন ৪৫

হিন্দুস্তানে ইসলামী আমলের মুদ্রা ও শিলালিপি ৪৫
উসমানি খেলাফতের সূচনা ৪৬
উসমানি আমলে হিন্দুস্তান ৪৭
বাবর থেকে আওরঙ্গজেব ৪৭
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও জিহাদী আন্দোলন ৪৯
মুজাহিদদের সংগঠন ও জিহাদের সূচনা ৫০
বাইআতে ইমামত ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার সূচনা ৫০
জিহাদের লক্ষ্য আল্লাহর কালিমা উঁচু করা ৫১
দারুল উলূম দেওবন্দ : প্রতিষ্ঠা ও আন্দোলন ৫৫
প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য ৫৫
ময়দানে শাইখুল হিন্দ ৫৬
জমিয়ত প্রতিষ্ঠা ও শাইখুল হিন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন ৫৮
মুসলিম ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা ৫৯
জমিয়তের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ৬০
শাইখুল হিন্দের উত্তরসূরি ৬১
তাহরিকে পাকিস্তান ও থানাভবন ৬৩
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী শাসনের স্বপ্ন ৬৪
মুসলিম লীগের পক্ষে ফতোয়া ৬৭
জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ফর্মুলা ৬৯
জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের জন্ম ৭০
হুকুমতে ইলাহি ও মজলিসে আহরার ৭১
আমিরে শরীয়ত ও পাকিস্তান আন্দোলন ৭২
ভারত ভাগ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ৭৪
ইসলামী শাসনব্যবস্থার অঙ্গীকার ৭৪
পাকিস্তান আন্দোলন ও উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য ৭৫
নীতিনির্ধারণী উলামা মজলিস গঠন ৭৬
ইসলামী সংবিধান : প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশা ৭৭
ক্ষমতাসীনদের প্রতি আল্লামা উসমানির চ্যালেঞ্জ ৭৯
ইসলামী সংবিধান নিয়ে প্রোপাগান্ডা ও বাইশ দফা ৮০
সরকারের ষড়যন্ত্র ৮১
ইসলামী সংবিধান গঠনে উলামায়ে কেরামের সংগ্রাম ৮২

পাকিস্তানে এতদিনেও কেন ব্রিটিশ আইনের শাসন ৮৪
পার্লামেন্টে উলামায়ে কেরামের ভূমিকা ও সমন্বিত সংবিধান ৮৬
সামরিক শাসন ও ইসলাম বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ ৮৭
আফগান জিহাদ ও ইমারতে ইসলামীর পতন ৮৮
ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ৮৯
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যবিচ্যুতি ৯০
ইসলামী শাসনের প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবতা ৯০
খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ও পটভূমি ৯২
উসমানী খেলাফত: ইসলামের ঐশ্বর্যমণ্ডিত অধ্যায় ৯২
উপমহাদেশের প্রতিক্রিয়া: খেলাফত আন্দোলনের সূচনা ৯৩
ইসলামী বিশ্ব যেন ছিন্নভিন্ন ডালপালা ৯৪
ফিলিস্তিনকে ঘিরে ইহুদি চক্রান্ত ৯৫
খেলাফতের ক্ষয় ও দুর্লঙ্ঘ্য দুঃসংবাদ ৯৫
পতনের শেষ পেরেক : খেলাফতের বিদায় ৯৬
শাইখুল হিন্দের খেলাফত আন্দোলন ৯৬
খেলাফত আন্দোলন : ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ৯৭
খেলাফত কমিটি প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ৯৮
খেলাফত আন্দোলনের সূচনায় মাওলানা সাজ্জাদের ভূমিকা ১০০
আঞ্জুমান মুয়ায়্যিদুল ইসলামের সভায় খেলাফতের প্রস্তাব ১০১
খেলাফত আন্দোলনের সূতিকাগার: ফিরঙ্গি মহল ১০৩
মুম্বাইতে খেলাফত কমিটির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ১০৪
অল-ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স, লখনৌ ১০৫
সম্মেলনের উজ্জ্বল নক্ষত্র : মাওলানা আবুল মাহাসিন সাজ্জাদ ১০৬
দিল্লিতে খেলাফত কমিটির প্রথম বৈঠক ১০৭
অমৃতসরে খেলাফত কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন ১০৭
দিল্লিতে খেলাফত সম্মেলন ও প্রতিনিধি প্রস্তাব ১০৮
কলকাতা সম্মেলন: মাওলানা আজাদের দীপ্ত ভাষণ ১০৯
করাচিতে খেলাফত সম্মেলন ১০৯
বিহারে খেলাফত আন্দোলনের অভূতপূর্ব সম্মেলন ১১১
দুটি সভা, দুই ভিন্ন সভ্যতা ১১২
এক প্রতিভাবান সংগঠকের প্রতিকৃতি ১১২

বিহার খেলাফত সম্মেলনের স্থায়ী প্রভাব ১১৩
খেলাফতের পক্ষে পুনর্জাগরণের শেষ প্রচেষ্টা ১১৩
খেলাফত বিলুপ্তির ভুয়া অজুহাত ১১৪
দ্বন্দ্ব, বিভাজন এবং শেষ অধ্যায় ১১৫
মুসলিম দেশগুলোতে পুনর্জাগরণ আন্দোলন ১১৭
তুরস্ক ১১৭
ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ১১৮
ইসলামী পুনর্জাগরণে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ১১৮
ইন্দোনেশিয়া ১২০
উপনিবেশবিরোধী জিহাদ ১২০
ইসলামি রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা ও বাধা ১২১
বিভাজন ও রাজনৈতিক পরিণতি ১২১
সুদান ১২২
স্বাধীনতা আন্দোলন ১২২
ইসলাম বাস্তবায়নের সংগ্রাম ও সামরিক স্বৈরতন্ত্র ১২৩
ইসলামী আইন বাস্তবায়ন ১২৩
আলজেরিয়া ১২৪
জিহাদের অগ্নিশিখা ১২৪
ইসলামি শাসনব্যবস্থার দাবি ও সংগ্রাম ১২৫
মিশর ১২৬
গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ১২৭
পরবর্তী ইতিহাস ও কঠিন পরীক্ষাকাল ১২৭
গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও রাজনৈতিক জোট ১২৮
ইখওয়ানের বিবিধ সেবাধর্মী কর্মসূচি ১২৯
সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড ১২৯
শারীরিক ক্রীড়া ও স্কাউটিং ১৩০
জাতীয় ও কারিগরি সেবাধর্মী কাজ ১৩০
ইসলামী আন্দোলনের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ১৩২
১. সেনাবাহিনীর ভূমিকা ১৩২
২. ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর সাথে জোটগঠন ১৩৩
৩. ভোটের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ১৩৪

৪. যথার্থ পরিকল্পনার অভাব ১৩৬
হিন্দুস্তানে ইমারতে শারইয়্যাহ: ধরন ও ধারণা ১৩৭
খেলাফতের স্বপ্ন ও যুগধ্বস্ত বাস্তবতা ১৩৭
কালের প্রবাহে পতনের প্রতিচ্ছবি ১৩৮
উলামায়ে কেরামের আত্মত্যাগ ও কুরবানি ১৩৯
স্বাধীন শরয়ী শাসনব্যবস্থা ১৪২
আইনী যুগের ইমাম ও আধুনিক কালের মুজাদ্দিদ ১৪৩
ইমারতের ধারণা : শারঈ ভিত্তি, সীমা ও মানদণ্ড ১৪৫
ইমারতের ধারণা বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ১৪৫
ইসলাম : সামষ্টিক ও সাংগঠনিক জীবনব্যবস্থার দাবি ১৪৬
কুরআনের চিরন্তন আহ্বান : ঐক্য ও সংহতি ১৪৭
তাফসিরকারীদের বিশ্লেষণে ঐক্যের গুরুত্ব ১৪৮
ঐক্য ছাড়া ইসলাম নয়, ইমারত ছাড়া ঐক্য নয় ১৪৯
আমির নিযুক্তির জন্য কি 'রাষ্ট্র' অপরিহার্য? ১৫২
পরাধীনতার যুগে নেতৃত্ব ও বাই'আহ ১৫২
দারুল কুফরে হজরত তালুতের আমির নিযুক্তি ১৫৩
ঐতিহাসিক পটভূমি ১৫৩
তালুতের নির্বাচন ও বিরোধিতা ১৫৪
ইলাহী স্বীকৃতি ও শাশ্বত দৃষ্টান্ত ১৫৪
মাজলুম অবস্থায় আকাবার বাইয়াত ১৫৬
নবীজীর যুগে অমুসলিম অঞ্চলে আমির নিযুক্তি ১৫৮
দারুল হারব ইয়ামামায় আমির নির্বাচনের ঘটনা ১৬১
ফিকহি ব্যাখ্যা ও উলামাদের মতামত ১৬২
'কুওয়াতে কাহেরা' ছাড়াও ইমারাত কায়েম হতে পারে ১৬৫
উপনিবেশিক ভারতে 'ইমারত': ইতিহাস ও উত্তরাধিকার ১৬৯
পরাভবের আমলে ইমারতে ইসলামির দৃষ্টান্ত ১৭১
'হুনারমান্দ': প্রাচীন ইসলামী সমাজে শাসকের উপাধি ১৭২
আমির নিযুক্তির জন্য 'প্রবল ক্ষমতা' (قوتِ قاہرہ) আবশ্যক নয় ১৭৪
আহলে-ইমারত হওয়ার জন্য প্রকৃত যোগ্যতা কী? ১৭৫
দুর্বল ইমামের ব্যাপারে হাদীসের ব্যাখ্যা ১৭৬
"قوتِ تنفیذ" মানে কী? ক্ষমতা না স্বীকৃতি ১৭৮

ইমারতে শারইয়্যাহর জন্য 'বাইআত' কতটুকু জরুরি? ১৮০
উপনিবেশ অঞ্চলে ইমারত: মাওলানা সাজ্জাদের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮২
ইমারত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন – উদ্দেশ্য ও পটভূমি ১৮৪
মাওলানা সাজ্জাদের দূরদর্শী পরিকল্পনা ১৮৪
আধুনিক পরিভাষার বদলে ইসলামী শব্দচয়ন ১৮৫
মাওলানা আজাদ ও অন্যান্য আলেমদের সঙ্গে মতবিনিময় ১৮৬
দারুল কুফরে ইমারত—একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংগঠন ১৮৮
উম্মাহর ঐক্য আনুগত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ১৯১
ইমারতে শারইয়্যাহর সূচনা : উদ্ভূত আপত্তি ১৯৩
মাওলানার মনে ইমারাতের স্বপ্ন ১৯৫
ইমারতের পূর্বে জিহাদের বাইআত ১৯৫
জমিয়তের দ্বিতীয় অধিবেশনে ইমারতের প্রস্তাব ১৯৬
আমিরুল হিন্দ নির্বাচনের জটিলতা ১৯৭
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৮
হযরত মাওলানা আবদুল বারি ফিরঙ্গি মহলি ২০০
মাওলানা মঈনুদ্দিন আজমিরির ভিন্নমত ২০১
জমিয়তের তৃতীয় অধিবেশনে 'আমীরুল হিন্দ' প্রসঙ্গ ২০৩
সমগ্র হিন্দুস্তানে ইমারত প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতা ২০৬
ইমারতে শারইয়্যাহ প্রতিষ্ঠা : বিহারের অগ্রগণ্য ভূমিকা ২০৮
দরভঙ্গায় জমিয়তের অধিবেশন ও ইমারত প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ২০৯
ইমারতে শারইয়্যাহর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ ২১০
হযরত মাওলানা সাজ্জাদের ঐতিহাসিক পত্র ২১১
এতটুকুই আমার বিনীত বক্তব্য। ২১৮
দাওয়াতনামার প্রভাব ও আলেমসমাজের প্রতিক্রিয়া ২১৯
হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ শাহ মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরি (রহ.)-এর জবাব ২১৯
হযরত মাওলানা শাহ বদরুদ্দিন ফুলওয়ারী (রহ.)-এর জবাব ২২০
হযরত মাওলানা শাহ সুলায়মান ফুলওয়ারী (রহ.)-এর সমর্থন ২২০
ইমারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমিয়তের বিশেষ অধিবেশন ২২০
স্বাগত ভাষণ ২২১
শূরা পরিষদ ও আহলুল হাল্লি ওয়াল্‌আক্‌দ-এর বিশেষ অধিবেশন ২২২
আমিরে শরিয়তের সম্মতিপত্র ২২৩

সাধারণ সভার কার্যক্রম ২২৪
মাওলানা সাজ্জাদের হাতে নিয়াবত ও বায়'আত-ই-ইমারত ২২৫
ইমারতের দপ্তর প্রতিষ্ঠা ২২৬
আমির-এ-শরিয়তের প্রথম ফরমান ২২৭
আমির-এ-শরিয়তের শেষ নির্দেশনা ২২৮
পরবর্তী আমিরে শরিয়ত নির্বাচন প্রসঙ্গ ২২৮
জমিয়তে উলামায়ে বিহারের জরুরি অধিবেশন ২২৯
আমিরে শরিয়ত নির্বাচন ২৩০
দপ্তরে ইমারতের জরুরি চিঠি ২৩১
মাওলানা সাজ্জাদের যুগে ইমারতে শারইয়্যাহ ২৩৪
দারুল কাজা (বিচার বিভাগ) ২৩৪
দারুল ইফতা (ফতোয়া বিভাগ) ২৩৫
দাওয়াত ও তাবলিগ বিভাগ ২৩৫
রচনা ও প্রকাশনা বিভাগ ২৩৬
বায়তুল মাল (অর্থবিভাগ) ২৩৬
সেনা-প্রশিক্ষণ বিভাগ ২৩৬
আমিরে শরিয়তের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন ২৩৬
ইমারতের আর্থিক সংকট : কারণ ও কৌশল ২৩৮
পেটে পাথর বেঁধে নেতৃত্ব ২৩৯
ইমারতের রাজনৈতিক বিরোধিতা ২৪০
সর্বভারতীয় ইমারতের স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেল ২৪২
মাওলানা সাজ্জাদের পর ২৪৩
ইসলাম পুনর্জাগরণের সংগ্রাম : সরল সমীক্ষা ২৪৫
সমকালীন সংগঠনের দুই ধরন ২৪৫
১. সেবামূলক সংগঠন ২৪৬
২. দাওয়াহ ও সংস্কারমূলক সংগঠন ২৪৬
৩. রচনা ও গবেষণা ২৪৭
এক. ধর্মীয় গণতান্ত্রিক ধারা ২৪৮
দুই. দীন কায়েমের বিপ্লবী ধারা ২৫১
ইসলাম প্রচার না দীনের বিজয় ২৫২
উপমহাদেশের উপনিবেশ : ইসলামী গণতন্ত্রের প্রতারণা ২৫৫

ইংরেজ বিদায়ের পর : স্বাধীনতা না পুনর্গোলামি? ২৫৭
নির্বাচনী গণতন্ত্র : পর্দার অন্তরাল ২৫৯
সার্বভৌমত্বের বিভ্রম ও ক্ষমতার প্রকৃত উৎস ২৫৯
নির্বাচনের নামে ব্যয়বহুল প্রতিযোগিতা ২৫৯
জনগণের ক্ষমতা কার হাতে? ২৫৯
ইসলামী দলের রাজনৈতিক আদর্শহীনতা ২৬০
গণতন্ত্রের মুখোশ খুলে দেখার আহ্বান ২৬০
নতুন চিন্তার অনিবার্যতা ২৬০
মানুষ কি মানুষের গোলাম হবে? ২৬১
খেলাফত প্রতিষ্ঠা : ঈমানী ও বিপ্লবী অনিবার্যতা ২৬২
খেলাফত ব্যবস্থা পতনের ক্ষতি ২৬৩
১. কেন্দ্রীয় শক্তি ও ঐক্যের অবসান ২৬৪
২. ইসলামী শাসনের ধারাগত স্থবিরতা ২৬৪
৩. ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খল ২৬৫
৪. ভ্রান্ত মতাদর্শের প্রসার ২৬৬
৫. ইসলামের ধারণায় ভ্রান্ত মতবাদের অনুপ্রবেশ ২৬৭
খেলাফতের মাকাসেদ : উদ্দেশ্য ও উপকার ২৬৯
১. ইকামাতে দীন বা দীন প্রতিষ্ঠা ২৭০
২. শরিয়তের আইন প্রয়োগ ২৭১
৩. ইসলামের উত্থান ও আধিপত্য ২৭২
৪. উম্মাহর অভিন্ন রাজনীতি ২৭৪
৫. উম্মতের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ২৭৭
৬. ইবাদতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ২৭৭
৭. শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ২৭৮
৮. নেজামে জিহাদ প্রতিষ্ঠা ২৭৮
৯. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ২৭৮
১০. আদালতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ২৭৯
১১. শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ২৮১
ফকিহদের বয়ানে খেলাফতের উদ্দেশ্য ২৮২
খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ২৮৪
খেলাফতের অনুপস্থিতি ও তার ফলাফল ২৮৪

খেলাফত পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব ও গুরুত্ব ২৮৫
খেলাফত পুনরুদ্ধারের নববি রূপরেখা ২৮৬
মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা ২৮৬
পতনের কারণ ২৮৭
বিদ্যমান পরিস্থিতি ও তার সমাধান ২৮৮
নববি মানহাজে ইসলামী বিপ্লবের ধারাপাত ২৮৯
খেলাফতের জন্য সংগঠন ও আন্দোলন জরুরি ২৯০
সুস্পষ্ট সত্য ও কল্যাণের উৎস ২৯২
খেলাফত: কেবল আল্লাহর দান, না বান্দার চেষ্টার ফল ২৯৩
উম্মাহর উত্থান-পতন ও সময়ের দাবি ২৯৬
খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব কার? ২৯৭

বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান

Muslim Contribution to World Civilization

মোহাম্মদ মোশাররফ হুসাইন
অনূদিত

Edited By
M. Basheer Ahmed, Md
Ambassador Syed A. Ahsani
Dilnawaz A. Siddiqui, Phd

Translated By
Mohammad Mosharraf Hossain

গাইডলাইন
পাবলিকেশন

বিষয়সূচি

১.	মুখবন্ধ	০৫
২.	প্রস্তাবনা	১৪
৩.	ইসলামি সভ্যতা থেকে পশ্চিম যা শিখেছে *—আবদুল হামিদ আবু সুলায়মান*	২০
৪.	ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ বিভাজন অতিক্রম করা: সভ্যতা নির্মাণে ইসলামের ভূমিকা *—লুয়াই এম. সাফি*	২৫
৫.	আল-মাওয়ারদির রাজনৈতিক আদর্শ: ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থার নীতিমালা *—সাইয়্যেদ এ. আহসানি*	৫১
৬.	ইউরো-আমেরিকান বিচারতত্ত্বের বৌদ্ধিক ইতিহাস ও ইসলামি বিকল্প *—পিটার এম. রাইট*	৮১
৭.	আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যপ্রাচ্যীয় উৎস *—দিলনওয়াজ এ. সিদ্দিকী*	১০৬
৮.	মুসলিম চিকিৎসক ও অন্যান্য পণ্ডিতদের অবদান: ৭০০–১৬০০ খ্রিষ্টাব্দ *—এম. বশীর আহমেদ*	১৩৩

৯.	আধুনিক অর্থনীতিতে একটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতা *—মোহাম্মদ শরীফ*	১৬৫
১০.	ইউনাইটেড স্টেটসে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ: কার্যকারিতা ও সম্ভাবনা *—আব্দেল-হামিদ এম. বাশির*	১৯৪
১১.	আমরা এখন কোথায় যাব? সভ্যতায় মুসলিমদের অবদান: তৃতীয় রেঁনেসার দূত *—সাইয়্যেদ আলী আহসানি*	২০৮

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাঠকদেরকে মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস এবং সভ্যতায় তাদের অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা। মানব সভ্যতা উনবিংশ শতাব্দীর অনেক আগেই গড়ে উঠেছে, এবং প্রাচীনকাল থেকেই নানা জাতি এই সভ্যতার বয়নকাজে অংশ নিয়েছে। প্রত্যেকেই রেখেছে স্বতন্ত্র অবদান। মুসলিম পণ্ডিতগণ ৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—যেমন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান—এ যে অবদান রেখেছেন, তা সভ্যতার ভিত্তি গঠনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। এই সাফল্য মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করে, যা পরবর্তীতে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি ইউরোপীয় রেনেসাঁর দিকে নিয়ে যায়।

সভ্যতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন উন্নততর বোঝাপড়া, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অভিন্ন মানবিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি। বর্তমান যুগে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে যেভাবে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হয় এবং মিডিয়াজনিত ভুল ধারণা ছড়ানো হয়, সেই প্রেক্ষাপটে "বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমদের অবদান" শীর্ষক এই বিষয়টির আলোচনা ঐতিহাসিক সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস বলা চলে।

প্রচলিত পশ্চিমা ইতিহাসে দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতির ক্ষেত্রে গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতদের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু, ৩০০ খ্রিস্টাব্দের পরের সময়কালকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে সরাসরি ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপীয় রেনেসাঁর যুগে চলে যাওয়া হয়। এই দীর্ঘ মধ্যবর্তী সময়ে মুসলিম সমাজে যেসব বিস্ময়কর ও সুদূরপ্রসারী সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন ঘটেছে, তার খুব সামান্যই উল্লেখ করা হয়।

ইতিহাসবিদ এস. মরোভিৎজ এই সময়কালকে "ইতিহাসের কৃষ্ণ গহ্বর" বলে আখ্যা দেন। তাঁর ভাষায়, "রেনেসাঁ যেন ছাইয়ের নিচে দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলতে থাকা অগ্নিশিখার মতো নতুন করে উদিত হলো—যা ছিল গ্রীস ও রোমের শাস্ত্রীয় যুগের ছায়া।" এই ধারণাটি একটি মিথ, যা ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে। মানব সভ্যতায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও বিকৃত ইতিহাসের বিরুদ্ধাচরণে এই গ্রন্থটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশাবাদী।

পশ্চিমা বিশ্বে মুসলিমদের সম্পর্কে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণা হলো—তারা সহিংস, বর্বর ও অসভ্যতাপন্থী। অথচ মুসলিমদের "সোনালি যুগ"-এর ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ ও আলোকিত সংস্কৃতিকে গভীরভাবে অনুধাবন করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে মুসলিমরা কী অসামান্য অবদান রেখেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

৭০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামী সভ্যতার শ্রেষ্ঠ যুগে বিশ্বজুড়ে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। দ্রুত বিস্তৃত ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রভাবে মুসলিম পণ্ডিতগণ প্রাচীন মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, গ্রিক, পারস্য এবং ভারতীয় সভ্যতাসমূহের জ্ঞান উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেন। খলিফা ও আলেমগণ ঐসব মূল্যবান জ্ঞানের ভাণ্ডারকে আরবিতে অনুবাদ করে সংরক্ষণ করেন। ফলে বহু প্রাচীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। মুসলিম পণ্ডিতরা শুধু অতীতের জ্ঞানকে সংরক্ষণেই থেমে থাকেননি; বরং তারা স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ ও মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের নতুন নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন। দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অসামান্য অবদান রেখেছেন।

একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো এসমস্ত ঐতিহাসিক গবেষণাসমূহ পুনরায় চর্চা ও প্রকাশ করা এবং এই মহান মনীষাদের অবদান বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা, যেন বিশ্ব তাদের সম্পর্কে বিস্মৃত না হয়; বরং তাদের বৈজ্ঞানিক, জ্ঞান-চর্চা ও মানব সভ্যতায় অবদানকে যথাযোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতি দেয়। এ বিষয়ে অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিত গবেষণায় অংশ নিয়েছেন এবং মুসলিম মনীষীদের মানব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে—রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান, মানবিকতা, ফিকহ,

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বিশেষত পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের প্রভাব—সম্পর্কিত অবদান বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আবদুল হামিদ আবু সুলাইমান যথার্থভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম—আব্রাহামিক ঐতিহ্যের দুটি প্রধান ধর্ম—মানব সভ্যতার গঠনে যুগান্তকারী অবদান রেখেছে। আজকের বিশ্ব যখন একটি "গ্লোবাল ভিলেজ"-এ পরিণত হয়েছে, তখন সব ধর্মাবলম্বীর, বিশেষত এই দুটি বৃহৎ ধর্মের অনুসারীদের, সাধারণ উৎস ও আদর্শ সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। এটাই মানবজাতিকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে সত্যপথে ফিরিয়ে আনার অন্যতম উপায়। ইতিহাসের বিকৃতি ও সহিংস অতীত থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের জন্য আজ খুব প্রয়োজন এই দুই ধর্মের মনীষা ও তাদের অবদানের সুস্পষ্ট ও সঠিক উপলব্ধি।

ইতিহাসজুড়ে এ কথা স্বীকৃত যে মুসলিম মনীষীরা আত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁদের আদর্শ অনুকরণ ও উত্তরাধিকার সংরক্ষণ বিশ্বশান্তি ও ন্যায়বিচার অর্জনে নিঃসন্দেহে সহায়ক হতে পারে।

সাইয়েদ আংশানী তাঁর প্রবন্ধে ইসলামি রাজনৈতিক দর্শনের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে আল-মাওয়ার্দির প্যারাডাইম নিয়ে আলোচনা করেছেন। পশ্চিমা প্রভাব মুসলিম বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করার পর, ইসলামি চিন্তাবিদরা তুলনামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপারে ভিন্নভাবে তিনটি প্রতিক্রিয়া জানান। প্রথমত, 'আপোলজিস্ট' বা সংশ্লেষবাদীরা পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মডেল গ্রহণের পক্ষে মত দেন। দ্বিতীয়ত, 'প্রচলনবাদীরা' (Traditionalists) এ মতের বিরোধিতা করেন; তাঁদের মতে, এ নীতির ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ঘটবে এবং ইসলামি মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শেষত, মধ্যমপন্থীরা একমুখী সমাধানের বদলে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকেন, যেখানে তারা ইসলামি শরিয়াহর মৌলনীতি বজায় রেখেই পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা ও অভিজ্ঞতা থেকে উপকার নেয়ার পথকে সমর্থন করেন। তাঁরা ইসলামি সভ্যতার হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালান।

এই বিভক্তি নতুন কিছু নয়; আব্বাসীয় যুগেও এটি দেখা যায়। মুতাযিলা (Mu'tazilites) যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন। খলিফা আল-মামুনের সময়ে যুক্তিবাদী দর্শনের উত্থান ধর্মীয় পণ্ডিতদের মধ্যে আশঙ্কা সৃষ্টি করে যে, যুক্তির আধিপত্যে 'ওহি' বা 'ঐশী প্রত্যাদেশ' বিপন্ন হতে পারে। এর ফলে দু'টি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়—একটি হলো আহলুল হাদীস বা প্রচলনবাদীরা, যারা যুক্তিকে পুরোপুরি অস্বীকার করেন; অপরটি আশআরীরা, যারা যুক্তিকে সীমার মধ্যে রাখেন যেন ওহি প্রত্যাখ্যাত না হয়। আল-মাওয়ার্দি, একজন বিশিষ্ট ইসলামি বুদ্ধিজীবী, কেবল শরিয়াহই ন্যায়বিচারের জন্য যথেষ্ট—এই প্রতিষ্ঠিত মতের সমালোচনা করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল শরিয়াহর মধ্যে রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের ধারণা সংযোজন।

দিলনওয়াজ এ. সিদ্দিকী তাঁর অধ্যায়ে, "মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস," শিরোনামে বিশ্লেষণ করেন কীভাবে জ্ঞানের এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল, যা উমাইয়া আমলের শেষভাগ থেকে শুরু করে আব্বাসীয় আমল এবং পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জগতে বিস্তৃত ছিল। তিনি এ অভূতপূর্ব ঘটনাকে কুরআনে উল্লেখিত ঐশী নির্দেশনার ফল বলে ব্যাখ্যা করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে মুসলিম পুরুষ ও নারী—উভয়েই কুরআন এবং বিশ্বজগতের বিষয়ে অধ্যয়ন করবে, একটিকে অপরটির আলোকে অনুধাবন করবে। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে এটি ছিল মানুষের ঈমানি দায়িত্ব—আল্লাহর সৃষ্টিসমূহ সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি ধারাবাহিকভাবে গভীরতর করা।

এই ঈমানি চেতনা মুসলমানদেরকে যুক্তি ও ওহির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম করে তোলে। ইসলামি মোনোথিজমের (একত্ববাদের) মূলনীতি মুসলিমদেরকে কেবল অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে উপকৃতই করেনি, বরং এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠনের পথও দেখিয়েছে, যেখানে জ্ঞানার্জনের অধিকার সকলের জন্য উন্মুক্ত—লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা জাতীয়তার তোয়াক্কা না করেই।

ইতিহাসজুড়ে ইসলামের সত্যনিষ্ঠ অনুসারীদের আত্মিক, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁদের আন্তরিক অঙ্গীকার সর্বজনস্বীকৃত। তাঁদের

লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি

ফিরাস আল খতিব

ভাষান্তর
শাহেদ হাসান

গাইডলাইন
পাবলিকেশন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে।

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ইসলামপূর্ব আরব ১৫

ভৌগোলিক অবস্থান

আরব জাতি

আরবের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়: নবিজির জীবন ২৪

শৈশবকাল

প্রথম ওহি নাজিল

প্রকাশ্য সংঘাতের সূচনা

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

এক সুস্পষ্ট বিজয়

নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি

তৃতীয় অধ্যায় : খুলাফায়ে রাশিদিন ৫২

আবু বকর রা.

উমর রা.

উসমান রা.

আলি রা.

চতুর্থ অধ্যায় : মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৭৬

মুয়াবিয়া রা. ও উম্মাহর ঐক্য

উত্তরাধিকার নিয়ে সংঘাত

আরও বিজয়াভিযান

আব্বাসীয় বিপ্লব ও উমাইয়াদের পতন
আব্বাসীয় খিলাফত
পঞ্চম অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক স্বর্ণযুগ ৯৫
বায়তুল হিকমাহ
গণিত
জ্যোতির্বিদ্যা
ভূগোল
চিকিৎসাশাস্ত্র
পদার্থবিজ্ঞান
ফিকহ ও হাদিস
ইলমুল কালাম ও আকিদা
ষষ্ঠ অধ্যায় : উত্থান-পতন ১২৩
ইসমাইলি ধারা
ফাতিমি খিলাফতের অভ্যুদয়
ক্রুসেড
জেরুজালেমের মুক্তি
মোঙ্গলীয় প্লাবন
খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের পতন
সপ্তম অধ্যায় : আন্দালুস ১৫৪
স্পেনে ইসলামের প্রতিষ্ঠা
উমাইয়া শাসনের সূচনা
তায়িফা যুগ ও বারবার সংস্কারকদের আগমন
গ্রানাডা
মোরিস্কো সম্প্রদায়
অষ্টম অধ্যায় : কিনারা ১৮৩
পশ্চিম আফ্রিকা
মালির উত্থান ও মানসা মুসা
পূর্ব আফ্রিকা

আফ্রিকান দাসপ্রথা ও আমেরিকা
চীনে ইসলাম
ভারত
পূর্ব দিগন্তে ইসলামের দাওয়াত
নবম অধ্যায় : পুনর্জন্ম ২০৬
একটি সালতানাতের উন্মেষ
ইমান ও তরবারির ছায়ায়
উসমানি সালতানাতের প্রাথমিক গৌরব ও বিপর্যয়
সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ ও কনস্টান্টিনোপল বিজয়
উসমানীয় সালতানাতের স্বর্ণযুগ
সাফাভিদের উত্থান
মুঘল সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেব আলমগির
তিন 'গানপাউডার' সাম্রাজ্য
দশম অধ্যায় : উসমানি সালতানাতের পতন ২৩৫
উদারপন্থী সংস্কারের সূচনা
সর্ব-ইসলামবাদ (Pan-Islamism)
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও ব্রিটিশ রাজের উত্থান
আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
মুসলিম বিশ্বের পতন ও পুনর্জাগরণের প্রশ্ন
একাদশ অধ্যায় : পুরাতন ও নতুন চিন্তাধারা ২৬২
পাশ্চাত্য ধারা
সংস্কারবাদী পুনর্জাগরণ
বিভাজনের সূচনা
জাতি-রাষ্ট্রের উন্মেষ
ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা
গ্রন্থপঞ্জি ২৮৬
লেখক পরিচিতি ২৮৮

প্রথম অধ্যায়
ইসলামপূর্ব আরব

আরব উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হিজাজের রুক্ষ ও পার্বত্য ভূমি প্রাণের বিকাশের জন্য আদৌ অনুকূল নয়। মাত্র দুটি শব্দেই এ মাটির পরিচয় দেওয়া যায়—শুষ্ক ও তপ্ত। গ্রীষ্মের দাবদাহে এখানকার তাপমাত্রা অনায়াসেই শত ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। আসমান থেকে বারিধারা বর্ষণের দৃশ্য এখানে দুর্লভ। আরও পূর্বে তাকালে চোখে পড়ে দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশি; যে প্রান্তরে সবুজের লেশমাত্র নেই, নেই কোনো স্থায়ী জনবসতির চিহ্ন।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সপ্তম শতকের প্রারম্ভে সেই নিষ্প্রাণ মরুভূমির বুকে ঘটেছিল এক অনন্য জাগরণ; এমন এক শক্তি, যা শুধু আরব নয়, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের ধারা চিরতরে পাল্টে দিয়েছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান

বিশাল আরব উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত, যার বিস্তৃতি ২০ লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও অধিক। ভৌগোলিকভাবে এটি প্রাচীন পৃথিবীর তিন মহাদেশ—এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মিলনস্থলে অবস্থিত। এটি এক অসামান্য সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করত।

কিন্তু এমন ভৌগোলিক অবস্থান সত্ত্বেও বহিরাগত শক্তিগুলোর দৃষ্টিতে এ ভূমি বরাবরই উপেক্ষিত ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা আরবের তপ্ত মরুপ্রান্তরে কোনো দুঃসাহসিক অভিযানে না গিয়ে বরং তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য

বেছে নিয়েছিল 'উর্বর অর্ধচন্দ্রভূমি' (Fertile Crescent)[১] এবং নুবিয়ার শ্যামল ভূমিকে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে পারস্য ও ভারত অভিযানের পথে মহাবীর আলেকজান্ডার এই ভূখণ্ড এড়িয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যও খ্রিস্টপূর্ব ২০ অব্দে ইয়েমেনের পথ ধরে এই উপদ্বীপ আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখানকার কঠোর ভূপ্রকৃতি ও প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে তারা খাপ খাওয়াতে পারেনি। ফলে অঞ্চলটিকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করার সেই অভিযান ব্যর্থ হয়।

আরব উপদ্বীপ যে বহির্বিশ্বের কাছে বহু কাল ধরে প্রায় উপেক্ষিত ছিল, তার কিছু সংগত কারণও ছিল। এই উপেক্ষার মূল কারণ এর রুক্ষ প্রকৃতি। এখানকার জলবায়ু এতটাই প্রতিকূল যে, খোদ যাযাবর অধিবাসীদের জন্যও এখানে টিকে থাকা ছিল এক কঠিন সংগ্রাম।

দক্ষিণ উপকূলে শরৎকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে কিছুটা বৃষ্টি হয়। কিন্তু সুউচ্চ পর্বতমালা মেঘের পথ আগলে রাখায় তা মরুভূমি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ফলে আরবের তপ্ত প্রান্তর বৃষ্টিহীনই থেকে যায়। অন্যদিকে, ভূমধ্যসাগরের দিক থেকে ভেসে আসা মেঘমালাও উত্তরের সীমান্তে এসে মিলিয়ে যায়। ফলে সমগ্র উপদ্বীপজুড়ে বছরব্যাপী শুষ্কতা বিরাজ করে।

সারা ভূখণ্ডজুড়ে ছড়িয়ে আছে 'ওয়াদি' নামক শুষ্ক নদীখাত। কিন্তু সেগুলোকে নদী হিসেবে চেনা প্রায় দুঃসাধ্য। যখন আকাশে মেঘ জমে এবং বারিধারা বর্ষিত হয়, তখন এই ওয়াদিগুলোই খরস্রোতা ও শক্তিশালী জলধারায় রূপ নেয়। এই শুষ্ক ভূমিতে যে সামান্য কিছু মৌসুমি তরুলতা জন্মায়, তাদের বিকাশের জন্য এই জলপ্রবাহ অপরিহার্য। তবে বর্ষার মৌসুম শেষ হলে ওয়াদিগুলো তাদের চিরচেনা শুষ্ক রূপে ফিরে আসে এবং পানির

[১] 'উর্বর অর্ধচন্দ্রভূমি' (Fertile Crescent) মধ্যপ্রাচ্যের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চল, যা মানচিত্রে দেখতে অনেকটা কাস্তে বা অর্ধচন্দ্রের মতো। এই অঞ্চলটি পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের উপকূল (লেভান্ত) থেকে শুরু হয়ে পূর্বে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (ফুরাত) নদীর অববাহিকা (মেসোপটেমিয়া) পর্যন্ত বিস্তৃত। চারপাশের শুষ্ক মরুভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের বিপরীতে, এই নদীবিধৌত এলাকাটি ছিল অত্যন্ত উর্বর। এই উর্বরতার কারণেই এখানে বিশ্বের প্রাচীনতম কৃষিভিত্তিক সমাজ এবং সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় সভ্যতার মতো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর বিকাশ ঘটেছিল। একে কখনো কখনো 'সভ্যতার সূতিকাগার' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মিশরীয়রা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সম্পদহীন মরুভূমির চেয়ে এই উর্বর ও সমৃদ্ধ অঞ্চলটিকেই বেশি গুরুত্ব দিত। — অনুবাদক

ইসলাম ও গণতন্ত্র

একটি বিতর্ক

গণতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে মুফতি আব্দুর রহমান সাত্তী সাহেব
এবং মুফতি গোলাম ফারীদ সাহেবের মধ্যে অনুষ্ঠিত
ঐতিহাসিক বিতর্কের অনুবাদ...

মুফতী আব্দুর রহমান সাত্তী হাফি.
অনুবাদ ও সংকলন : ইমতিয়াজ মাহমুদ

পরিশিষ্ট
মুফতী উবায়দুর রহমান মারদান
অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন বশির

গাইডলাইন
পাবলিকেশন

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আসমান-যমীনের মালিক, মানবজাতির খালিক ও স্রষ্টা এবং সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী। দরূদ ও সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহর কিতাবের আলোকে জীবন পরিচালনার শিক্ষা দিয়েছেন এবং যিনি—সকল বাতিল ইলাহকে বর্জন করে এক ইলাহের ইবাদতের দিকে আহবান জানিয়েছেন।

মানব ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেয়—যখন মানুষ আল্লাহর শরীয়াহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখনই সে নতুন নতুন শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছে। ফেরাউন নিজের শাসনকে সর্বোচ্চ শাসন দাবি করেছিল, নামরূদ মানুষের উপরে মানুষের সার্বভৌমত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। তাদের ধ্বংসের কাহিনী কুরআনে বারবার বর্ণিত হয়েছে—যাতে পরবর্তী মানুষ সতর্ক হয়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে—আজকের যুগে 'গণতন্ত্র' নামক ব্যবস্থা সেই একই বিদ্রোহের আধুনিক রূপ।

গণতন্ত্রে ঘোষণা করা হয়—'সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের'। অথচ আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন—'শাসন তো কেবলমাত্র আল্লাহরই'।[১]

এই আয়াতই প্রমাণ করে যে—আল্লাহর শরীয়াহর বাইরে অন্য কোনো হুকুম মানা মূলত শিরক ও কুফর। গণতন্ত্র মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়, সংসদে মানুষের ভোটের মাধ্যমে হালাল-হারাম

(১) সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪০

নির্ধারণ করে, অথচ ইসলাম ঘোষণা করেছে—'সাবধান, বিধান একমাত্র তাঁরই চলবে'।[১]

গণতন্ত্রকে অনেকে ইসলামী ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করার প্রয়াস পান। কেউ কেউ দাবি করেন, এটি কেবল শাসন পরিচালনার একটি ধরন ও পদ্ধতি মাত্র। কিন্তু বাস্তব সত্য কথা হলো—এটি ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস বিরোধী। কারণ, ইসলামের প্রথম ভিত্তিই হলো তাওহীদ—যেখানে একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দিতে হয়। অথচ গণতন্ত্র সেই সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিয়ে জনগণের হাতে তুলে দেয়। এ কারণে এটি কেবল রাজনৈতিক ভ্রান্তি নয়; বরং এটি একটি সুস্পষ্ট কুফর।

এটি লেখকের গণতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষে ঐতিহাসিক একটি মুনাজারার সংকলন। এই গ্রন্থে লেখক কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরামের জীবন, মুসলিম উম্মাহর ইমামগণের বক্তব্য এবং আমাদের আকাবীর উলামায়ে দেওবন্দ-এর বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, গণতন্ত্র ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বরং সম্পূর্ণভাবে ইসলাম পরিপন্থী ও পরস্পরবিরোধী। এ গ্রন্থে এর পক্ষে প্রচলিত সব যুক্তির খণ্ডন করা হয়েছে এবং প্রমাণ করা হয়েছে—এটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বাতিল ও কুফরি একটি ব্যবস্থা।

বইটি অনুবাদ করার কারণ হলো—যদিও এটি কলেবরের দিক থেকে ছোট, কিন্তু এর মধ্যে বেশ সমৃদ্ধির সাথেই উঠে এসেছে প্রচলিত গণতন্ত্র কুফর হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্কে উত্তাপিত বিভিন্ন আপত্তির জবাব। এ ছাড়াও গণতন্ত্র সম্পর্কে সাধারণত গণতান্ত্রিক লোকেরা যেসব প্রশ্ন করে থাকেন, সেসবের যৌক্তিক এবং দালিলিক জবাব।

এটির কলেবর ছোট হওয়ায় এতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সংকলন করা হয়েছে এবং সবশেষে মুফতি উবায়দুর রহমান মারদান হাফিজাহুল্লাহ-এর 'ইসলাম ও গনতন্ত্র : একটি পর্যালোচনা' প্রবন্ধের অনুবাদ পরিশিষ্ট আকারে যুক্ত করা হয়েছে—যেটির অনুবাদ করেছেন—মুফতি আব্দুল্লাহ বিন বশির ভাই। যদি পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো ভুলত্রুটি

(১) সূরা আনআম, আয়াত : ৬২

পরিলক্ষিত হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে অবগত করার আহবান থাকবে।

আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠক-সহ সবাইকেই দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমীন!

ইমতিয়াজ মাহমুদ
৬ রবিউল আওয়াল ১৪৪৭ হিজরি
৩০ অগাস্ট ২০২৫ ঈসায়ি

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৯

বিতর্ক : ইসলাম ও গণতন্ত্র ২৮

ডেমোক্রেসির সংজ্ঞা ২৯

সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্যের মানদণ্ড নয় ৩০

সার্বভৌমত্ব বা শাসনক্ষমতা মানুষের নয়, একমাত্র আল্লাহর ৩১

সারকথা ৩২

দ্বিতীয় পর্ব—মুফতি গোলাম ফরীদ সাহেব ৩৩

এই আয়াত দ্বারা গণতন্ত্রের খণ্ডন হিসেবে দলীল আনা সঠিক নয় ৩৪

একটিমাত্র আইন দেখান, যা পাকিস্তানের গণতন্ত্রে কুরআন-হাদিস-এর বিরোধী ৩৫

পাকিস্তানের গণতন্ত্র ইসলামের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ৩৫

দলীলসমূহ ৩৬

তৃতীয় পর্ব—মুফতি আব্দুর রহমান সাত্তী ৩৭

মুফতি গোলাম ফরীদ সাহেবের প্রশ্নগুলোর জবাব ৩৭

গণতন্ত্র কুফর লি-আইনিহী এবং কুফর লি-গাইরিহী ৩৭

গোলাম ফরীদ সাহেব ও সকল গণতন্ত্রপন্থী আলিমরা কীসের ধোঁকার শিকার ৩৮

অধিকসংখ্যক মানুষের রায় বাতিল হওয়ার পক্ষে কুরআনের দলিল ৩৯

আকাবির উলামায়ে দেওবন্দে থেকে দলীল ৩৯

শাইখুল ইসলাম হজরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানী সাহেবের বক্তব্য ৪০

পরামর্শের আয়াত দিয়ে ভুল ইস্তিদলাল ৪১

জুমহুর ও জুমহুরিয়াত শব্দের বিভ্রান্তি ও তার নিরসন ৪১

আল্লামা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী রহিমাহুল্লাহ আল্লামা ইকবালের বক্তব্যের খণ্ডন ৪২

মুবাহাত বা বৈধ বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা উদ্দেশ্য ৪৩

চতুর্থ পর্ব— মুফতি গোলাম ফারিদ সাহেব ৪৫

পঞ্চম পর্ব— মুফতি আব্দুল রহমান সাত্তী সাহেব ৪৮
গণতন্ত্র শব্দটি ভারতীয় উপমহাদেশে কখন পরিচিত হয় ৪৯
শুরা ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুটো কি একই জিনিস ৪৯
খুলাফায়ে রশেদীনের নির্বাচন কখনোই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়নি ৪৯
গণতন্ত্রপন্থী আলিমরা ইসলামের যে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন ৫২

ষষ্ঠ পর্ব — মুফতী গোলাম ফরিদ সাহেব ৫৪
পশ্চিমা গণতন্ত্র ও পাকিস্তানি গণতন্ত্রের পার্থক্য ৫৫

সপ্তম পর্ব—মুফতি আব্দুর রহমান সাত্তি ৫৬
গণতন্ত্রের পাঁচটি আরকান বা স্তম্ভ ৫৬
পাকিস্তানে হাকিমিয়্যাত বা সার্বভৌমত্ব কার ৫৮
গুরুত্বপূর্ণ উৎস, যার উপর পুরো বিতর্ক নির্ভর করে ৫৮

অষ্টম পর্ব— মুফতি গোলাম ফারিদ সাহেব ৬১
হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হয়েছিল ৬২
পুরুষ ও নারীর ভোট সমান ৬২
পদপ্রার্থী হওয়া জায়েজ ৬২

নবম পর্ব—মুফতি আব্দুর রহমান সাত্তী ৬৪
হজরত আবু বকর সিদ্দিকের নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার হয়নি ৬৫
কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং গণতন্ত্র ৬৬
মুফতি গোলাম ফরিদ সাহেবের ইলমি খেয়ানত ৬৬
সাইয়্যিদুনা উসমান গনী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়নি ৬৬
মুফতি তাকি উসমানী সাহেবও ‘ইসলামী গণতন্ত্র’ পরিভাষাটি সঠিক মনে করেন না ৬৮

গণতন্ত্রকে ইসলামসিদ্ধ করা কি সম্ভব ৬৯
ভোটের মাধ্যমে কি ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ৭৩
রাজনীতিবিদদের গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের কারণ ৭৫
এক নজরে গণতন্ত্রের ব্যাপারে উলামায় দেওবন্দের অবস্থান ৭৭

১. হাকিমুল উম্মত হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৭৭
২. হাকীমুল ইসলাম, হজরত মাওলানা ক্বারী তৈয়্যব রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৭৭
৩. উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন, হজরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৭৭
৪. হজরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৭৮
৫. মুফতীয়ে আযম, দারুল উলূম দেওবন্দ মুফতী মাহমূদ হাসান গাঙ্গুহী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৭৮
৬. মুফতীয়ে আযম, মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রহিমাহুল্লাহ (পাকিস্তানে ১৯৭০ ও ১৯৮০ সনের নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে) বলেছেন ৭৮
৭. উসতাযুল হাদিস, মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৭৮
৮. উসতাযুল হাদিস, মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহিমাহুল্লাহ আরও লিখেছেন ৭৯
৯. মুহাক্কিকুল আসর, হজরত মাওলানা আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৭৯
১০. মুহাক্কিকুল আসর, হজরত মাওলানা আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী রহিমাহুল্লাহ আরও লিখেছেন ৭৯
১১. আল্লামা সাইয়্যিদ সুলাইমান নদভী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৭৯
১২. শায়খুল ইসলাম, মুহাক্কিকুল আসর, আল্লামা শামসুল হক আফগানী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৮০
১৩. হজরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ আরও বলেছেন ৮০
১৪. মুফতি নিযামুদ্দীন শামযায়ী শহীদ রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৮০
১৫. সদরে বেফাকুল মাদারিস শাইখুল হাদীস মাওলানা সলীমুল্লাহ খান রহিমাহুল্লাহ বলেন ৮০
১৬. মাওলানা আতাউল মুহসিন শাহ বুখারী রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৮১
১৭. আল্লামা খালিদ মাহমুদ লিখেছেন ৮১
১৮. শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী হাফিজাহুল্লাহ লিখেছেন ৮১
১৯. মুফতি মুখতারুদ্দীন শাহ সাহেব লিখেছেন ৮১
২০. মুফতি মুখতারুদ্দীন শাহ সাহেব আরও লিখেছেন ৮২
২১. মাওলানা শাহ হাকীম আখতার রহিমাহুল্লাহ লিখেছেন ৮২
২২. মাওলানা ফজলে মুহাম্মদ দামাত বারাকাতুহুম লিখেছেন ৮২

২৩. মুফতি আবুল লুবাবা শাহ মানসুর হাফিহাহুল্লাহ লিখেছেন ৮২
২৪. হজরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার রহিমাহুল্লাহ গণতন্ত্রের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে আরও লিখেছেন ৮৩
২৫. হজরত শাইখুল হাদীস ও মুফতি মুহাম্মাদ সালমান মনসুরপুরী হাফিজাহুল্লাহ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়ায় লিখেছেন ৮৩
২৬. হজরত মাওলানা শাইখ আব্দুল হক প্রতিষ্ঠাতা দারুল উলূম জামিয়া হক্কানিয়া গণতন্ত্রকে ইসলামের সঙ্গে যুক্তকারীদের প্রতিবাদে স্বীয় ফতোয়ায় লিখেছেন ৮৩
২৭. হজরত মাওলানা মুফতি মেহরান আলী সাহেব 'জামিউল ফাতাওয়া'-তে গণতান্ত্রিক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন ৮৩
২৮. হজরত মাওলানা শাইখ সামিউল হক শহীদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ৮৪
২৯. খতীবে পাকিস্তান হজরত মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ৮৪
৩০. হজরত মাওলানা মুফতি খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানী হাফিজাহুল্লাহ লিখেছেন ৮৪
৩১. হজরত মাওলানা জাহিদ আর-রাশেদী হাফিজাহুল্লাহ লিখেছেন ৮৪
৩২. আনওয়ারুল ইসলাম নামক গ্রন্থের লেখক লিখেছেন ৮৫
৩৪. আল্লামা শিবলী নুমানী সাহেব লিখেছেন ৮৫
৩৫. মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ৮৫
৩৬. আলিমে রাব্বানী, মুহাদ্দিসে কাবীর হজরত মাওলানা সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ মিয়াঁ রহিমাহুল্লাহ বলেন ৮৫
৩৭. হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক সিন্ধলভী গণতন্ত্রের সমালোচনা করে বলেছেন ৮৬
৩৮. আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ৮৬
৩৯. হজরত মাওলানা আবু লুবাবা শাহ মানসুর আরও লিখেছেন ৮৬
৪০. হজরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন ৮৬
মুফতি মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী রহিমাহুল্লাহ-এর ফাতওয়া ৮৭
অন্য এক স্থানে তিনি লিখেছেন ৮৭

ইসলাম ও গণতন্ত্র—বিপরীত দুটি ব্যবস্থার তুলনা ৮৯

গণতন্ত্রের ২৬টি ক্ষতিকর দিক ৯২

পরিশিষ্ট ৯৭
ইসলাম ও গণতন্ত্র ৯৭
ক. ইসলামি শাসনব্যবস্থা ১০০
ইসলাম ও গণতন্ত্র ১০২
উভয়ের বৈপরীত্যের ধরন ১০৩
খ. খিলাফত ও গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক পার্থক্য ১০৩
১. রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পার্থক্য ও নির্বাচনের কিছু ক্ষতিকর দিক ১০৪
শান্তি-নিরাপত্তা আর ফিতনা-ফাসাদের অর্থ ১০৪
২. শাসক নির্বাচনের মাপকাঠির ক্ষেত্রে পার্থক্য ১০৬
৩. নির্বাচনের সময়সীমা ১০৭
নির্বাচন পরবর্তী সময় ১০৭
৫. শুরা ও পার্লামেন্টের মধ্যে পার্থক্য ১০৮
অধিকাংশের রায় সম্পর্কিত একটি আপত্তি ও তার জবাব ১০৯
বৈপরীত্যের মাপকাঠি ১১০
গ. খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার দলিল-প্রমাণ ১১১
পশ্চিমা শক্তির লড়াই ১১৮
ঘ. একটি আপত্তি ও তার জবাব ১২০
সেই পুরোনো কথা ১২২